# গঠনতন্ত্র

**অনুচ্ছেদ- ০১ ঃ নাম।**

বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় এ কর্মরত নির্মাণ শ্রমিকদের দ্বারা গঠিত রেজিষ্টার্ড ট্রেড ইউনিয়নসমুহের সমন্বয়ে গঠিত একটি ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন। ইহার নাম হবে **"বাংলাদেশ নির্মাণ শ্রমিক ফেডারেশন"** অতঃপর গঠনতন্ত্রের পরবর্তী অনুচ্ছেদসমূহে ইহা শুধুমাত্র **"ফেডারেশন"** বলিয়া অভিহিত করা হবে।

**অনুচ্ছেদ- ২ঃ কার্যালয় ঃ**

বাংলাদেশ নির্মাণ শ্রমিক ফেডারেশন এর প্রধান কার্যালয়- **৩০, উত্তর মান্ডা, মেইন রোড, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা-১২১৪।** ইহার কার্যালয়ের ঠিকানা পরিবর্তন করতে হলে ফেডারেশন এর কার্যনির্বাহী কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সুবিধাজনক স্থানে স্থানান্তর করা যাবে। এরূপ স্থানান্তরের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তরকে লিখিতভাবে জানাতে হবে এবং গঠনতন্ত্র ও সনদপত্রে লিপিবদ্ধ করে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন্স এর অনুমোদন লইতে হবে।

**অনুচ্ছেদ- ০৩ : লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ**

ক) অত্র ফেডারেশন এর অর্ন্তভূক্ত ইউনিয়ন ও এই সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

খ) নির্মান সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে একতা, ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখা এবং আত্মনির্ভরশীলতা প্রতিষ্ঠা করা।

গ) নির্মান সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক এবং মালিকপক্ষের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন করা এবং শ্রমিক ও তাহাদের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে উহা সৌহার্দ্য, সমঝোতা ও সহযোগিতার মাধ্যমে প্রচলিত শ্রম আইনানুযায়ী মীমাংসার প্রচেষ্টা চালানো।

ঘ) গঠনতন্ত্র ও আইন সংগত উপায়ে এই সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য ন্যায্য মজুরী আদায় ও সকল ধরনের বৈষম্য দূর করা, নিরাপদ ও উন্নত কর্মপরিবেশ, জীবনমান উন্নয়ন নিশ্চিত করার চেষ্টা চলানো।

ঙ) নির্মান সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের বেকারত্ব দূরীকরণার্থে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া ও সদস্যদের রোগ-ব্যাধি, শারীরিক অক্ষমতা, বার্ধক্য এবং মৃতুজনিত পরিস্থিতিতে আর্থিক সাহয্যের ব্যবস্থা করা।

চ) শ্রম আইনের বিধান অনুযায়ী সৃষ্ট ধর্মঘটের সময় সদস্যগণকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতা দেওয়া।

ছ) অত্র ফেডারেশন এর স্বার্থে কাজ করার কারণে যে সমস্ত কর্মকর্তা ও সদস্য ক্ষতিগ্রস্থ হইবে তাহাদিগকে আইনী সহায়তা প্রদান করা।

জ) বাংলাদেশের মেহনতি মানুষের শ্রম অধিকার এর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সাহায্য করা।

ঝ) বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী মালিক কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে ন্যায্য ও যুক্তিসংগত দাবী আদায়ের লক্ষ্যে অর্ন্তভূক্ত ইউনিয়নের পক্ষে দায়িত্ব পালন করা।

ঞ) উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহ সফল করার জন্য ভর্তি ফি, মাসিক চাঁদা, অনুদান অথবা গঠনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী যে কোন আইন সম্মত কাজের জন্য তহবিল গঠন করা।

ট) নির্মান শ্রমিকদের সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা-সংস্কৃতি বিনোদন, খেলাধূলা ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

পরীক্ষিত

মাসুদা সুলতানা
সহকারী পরিচালক
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

মোঃ আবু হাসানাত
উপ পরিচালক
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

মোঃ গিয়াস উদ্দিন
পরিচালক
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর আওতায়
অদ্য....[illegible]....তারিখে নিবন্ধন করা হলো

মহাপরিচালক
শ্রম অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ আবুল হোসেন
সভাপতি
বাংলাদেশ নির্মান শ্রমিক ফেডারেশন

মোঃ খলিলুর রহমান খলিল
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ নির্মাণ শ্রমিক ফেডারেশন

ঠ) নির্মান কাজে কর্মরত শ্রমিকদের বাংলাদেশ শ্রম আইন, বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, আইএলও কনভেনশন ও আর্ন্তজাতিক শ্রম বিধি বিধান সম্মন্ধে অবগত করা ও প্রয়োজনীয় আইনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

ড) কর্মরত শ্রমিকদের জীবন ঝুকি লাঘবের জন্য "বীমা" বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

অনুচ্ছেদ- ০৪: সদস্য পদ ঃ

ফেডারেশনে ২ ধরনের সদস্যপদ থাকবে।

১। ইউনিয়ন সদস্য

২। ইউনিয়ন বহির্ভূত সদস্য।

১) ইউনিয়ন সদস্যঃ

(ক) বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় নির্মান শ্রমিকদের দ্বারা গঠিত রেজিষ্ট্রিকৃত ট্রেড ইউনিয়ন এই ফেডারেশনের অর্ন্তভূক্ত হইতে পারিবেন। সেক্ষেত্রে উক্ত ট্রেড ইউনিয়নের সাধারণ গঠনতন্ত্র মোতাবেক সদস্যদের অনুমতিক্রমে ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক ফেডারেশনের বরাবরে বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার ২০১৫ এর ফরম ৫৫(খ) অনুযায়ী লিখিত আবেদন করিলে কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে ঐ ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সদস্য হইতে পারিবেন। তবে ইউনিয়নকে ৫০০/- (পাচঁশত) টাকা ভর্তি ফি প্রদান করিতে হইবে এবং ব্যক্তি পর্যায়ে ১০০/- (একশত) টাকা হিসেবে ভর্তি ফি প্রদান করিতে হইবে। ফেডারেশন এর সদস্য হিসেবে শুধুমাত্র নির্মান কাজে নিয়োজিত নির্মান শ্রমিকদের দ্বারা গঠিত ট্রেড ইউনিয়ন থাকিবে। এই ট্রেড ইউনিয়ন সমূহ ফেডারেশনের সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের গুরুদায়িত্ব পালন করিবেন।

খ) ইউনিয়ন বর্হিভূত সদস্য ঃ ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য নহেন কিন্তু নির্মান শ্রমিকদের কল্যাণে কাজ করিতে আগ্রহী ব্যক্তিগণ ফেডারেশন এর সদস্য হইতে পারিবেন। তবে তাহাদেরকে বাংলাদেশ শ্রম আইন, শ্রম বিধিমালা এবং ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র মানিয়া চলার অঙ্গীকার করিতে হইবে। সদস্যবৃন্দ ফেডারেশনের আওতাবৃদ্ধিসহ ফেডারেশনকে আরো সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করার কাজ করবেন। সকল ধরনের সদস্য ফেডারেশন এর গঠনতন্ত্র ও অন্যান্য বিধান এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ মানিয়া চলিবেন।

গ) প্রত্যেক সদস্য ইউনিয়ন তাহার সদস্যদের নিকট হইতে সংগৃহীত মাসিক চাঁদার ২০% ফেডারেশনের মাসিক চাঁদা হিসাবে প্রদান করিবেন। তবে ব্যক্তি পর্যায়ে মাসিক ২০/- টাকা হারে চাঁদা প্রদান করিবেন।

অনুচ্ছেদ- ০৫ঃ সুযোগ-সুবিধা ঃ

ফেডারেশন এর সকল সদস্য গঠনতন্ত্রের ৩নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ফেডারেশন এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ফেডারেশন কর্তৃক প্রদত্ত সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা পাইবে। তবে ফেডারেশন হইতে অপসারিত কোন সদস্য গঠনতন্ত্রের ৩নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত সকল সুবিধা পাইবে না।

অনুচ্ছেদ- ০৬ঃ গঠনতন্ত্রের কপি সংগ্রহ ঃ

ফেডারেশন এর যে কোন নিয়মিত চাঁদা প্রদানকারী সদস্য দরখাস্ত সহকারে ২০০/- (দুইশত) টাকা জমা দিয়া সাধারণ সম্পাদকের নিকট হইতে গঠনতন্ত্রের একটি কপি সংগ্রহ করতে পারিবেন। গঠনতন্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞতার অজুহাতে গঠনতন্ত্রের কোন বিধান ভঙ্গ করা যাইবে না এবং বিধান ভঙ্গ করিলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

পরীক্ষিত

মাসুদা সুলতানা
সহকারী পরিচালক
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

মোঃ আবু হাসানাত
উপ পরিচালক
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

মোঃ গিয়াস উদ্দিন
পরিচালক
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর আওতায়
মদ্য....১৪/১১/১৮.তারিখে নিবন্ধন করা হল।

মহাপরিচালক
শ্রম অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ আবুল হোসেন
সভাপতি
বাংলাদেশ নির্মান শ্রমিক ফেডারেশন

মোঃ খলিলুর রহমান খলিল
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ নির্মান শ্রমিক ফেডারেশন

**অনুচ্ছেদ – ০৭ : কাউন্সিলর ঃ**

ক) ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং অর্ন্তভূক্ত ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সদস্য পদাধিকারবলে কাউন্সিলার হিসাবে গণ্য হইবে। তবে অর্ন্তভূক্ত ইউনিয়নের মোট সদস্যের ১০% হারে কাউন্সিলার থাকিবেন। ইউনিয়নের বহিঃভূত সকল সদস্যগণ কাউন্সিলার হিসেবে গণ্য হইবেন।

খ) প্রত্যেক সদস্য ইউনিয়ন কাউন্সিলদের তালিকা বছরের প্রথমে প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করিবেন।

**অনুচ্ছেদ- ৮ঃ সদস্য রেজিষ্ট্রারঃ**

ক) বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা- ২০১৫ এ ফরম-৫৭ (খ) অনুযায়ী ফেডারেশনের অন্তর্ভূক্ত ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের বিবরণ ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশের রেজিষ্টারের খতিয়ান নামে ফেডারেশন এর প্রধান কার্যালয়ে সংরক্ষিত থাকিবে।

(খ) ফেডারেশন এর যে কোন কর্মকর্তা বা চাঁদা প্রদানকারী সদস্য অফিস চলাকালীন সময়ে ঐ রেজিষ্টার পরীক্ষা করতে পারিবেন। মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর বা তাঁর নিয়োজিত যে কোন কর্মকর্তা যে কোন সময় ঐ রেজিষ্টার তলব ও পরীক্ষা করতে পারিবেন। বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এর ফরম ৫৮ (খ) অনুযায়ী নির্ধারিত রেজিষ্টার সংরক্ষণ করিতে হইবে।

**অনুচ্ছেদ- ৯ঃ কার্যনির্বাহি কমিটিঃ**

ক) দেশে প্রচলিত শ্রম আইন ও ফেডারেশন এর সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কার্যাবলী পরিচালনার দায়িত্ব কার্যনির্বাহি কমিটির উপর ন্যস্ত থাকে। নিম্নে বর্ণিত পদসমূহ সমন্বয়ে কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হইবে।

| ক্রমিক নং | পদের নাম | পদের সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১ | সভাপতি | ০১ টি |
| ২ | কার্যকরী সভাপতি | ০১ টি |
| ৩ | সহ-সভাপতি | ০৬ টি |
| ৪ | সাধারণ সম্পাদক | ০১ টি |
| ৫ | যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক | ০৫ টি |
| ৬ | সাংগঠনিক সম্পাদক | ০১ টি |
| ৭ | সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক | ০৩ টি |
| ৮ | কোষাধক্ষ্য | ০১ টি |
| ৯ | সহ-কোষাধক্ষ্য | ০১ টি |
| ১০ | দপ্তর সম্পাদক | ০১ টি |
| ১১ | সহ-দপ্তর সম্পাদক | ০১ টি |
| ১২ | প্রচার সম্পাদক | ০১ টি |
| ১৩ | সহ-প্রচার সম্পাদক | ০২ টি |
| ১৪ | মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা | ০১ টি |
| ১৫ | শ্রম ও দরকষাকষি বিষয়ক সম্পাদক | ০১ টি |
| ১৬ | ত্রান ও দুর্যোগ সম্পাদক | ০১ টি |
| ১৭ | ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক | ০১ টি |
| ১৮ | সমাজ কল্যান সম্পাদক | ০১ টি |
| ১৯ | কার্যকরী সদস্য | ০৫ টি |
| | মোট = | ৩৫ টি |

পরীক্ষিত

মাসুদা সুলতানা
সহকারী পরিচালক
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

মোঃ আবু হাসানাত
উপ পরিচালক
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

মোঃ গিয়াস উদ্দিন
পরিচালক
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর আওতায় অদ্য...২৪/১১/২৪...তারিখে নিবন্ধন করা হল।

মহাপরিচালক
শ্রম অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ আবুল হোসেন
সভাপতি
বাংলাদেশ নির্মান শ্রমিক ফেডারেশন

মোঃ খলিলুর রহমান খলিল
সাধারণ সম্পাদক
[illegible] নির্মাণ শ্রমিক ফেডারেশন



CamScanner

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এবং শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর বিধি ১৬৯(১) অনুযায়ী ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা অনুপাতে কার্যনির্বাহী কমিটির কলেবর কম বা বেশী হইতে পারে। এর জন্য গঠনতন্ত্র সংশোধনের প্রয়োজন হবে।

**অনুচ্ছেদ- ১০: কার্যনির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য:**

ক) **সভাপতি:** তিনি ফেডারেশনের জাতীয় কাউন্সিলসহ সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। সভার সকল বিবরণীতে তাহার স্বাক্ষর থাকিবে। কোন বিষয়ে আলোচনাকালে মতবিরোধে উভয় পক্ষের সমান ভোট পড়িলে তিনি একটি নির্ণয়ক ভোট দিবেন। ফেডারেশন এর বিধি বিধান কার্যকর হইতেছে কিনা তাহার দিকে লক্ষ্য রাখবেন। তিনি সাধারণ সম্পাদককে কার্যনির্বাহী কমিটির সভা, কাউন্সিল সভা বা বিশেষ কাউন্সিল আহবান করার জন্য অনুরোধ করতে পারিবেন। তিনি কোষাধ্যক্ষের সহিত যৌথ ব্যাংক হিসাবে পরিচালনা করিবেন এবং সকল ব্যাপারে ফেডারেশন এর প্রতিনিধিত্ব করতে পারিবেন।

খ) **কার্যকরী সভাপতি:** সভপতির অনুমতিক্রমে কার্যকরী সভাপতি সভাপতির দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন। সভাপতির সকল কাজে সহযোগিতা করিবেন এবং সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভায় সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন। ফেডারেশন এর প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

গ) **সহ-সভাপতি:** তিনি ফেডারেশন এর কাজে সভাপতি ও কার্যকরী সভাপতিকে সহযোগিতা করবেন। তিনি সভাপতি ও কার্যকরী সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন এবং ফেডারেশন এর প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

ঘ) **সাধারণ সম্পাদক:** সাধারণ সম্পাদক তাহার সকল কাজের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট দায়ী থাকিবেন। তিনি ফেডারেশন এর সকল সভার কার্যবিবরণী সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবেন এবং চিঠিপত্র যোগাযোগের দায়িত্ব তাহার উপর ন্যস্ত থাকিবে। তিনি সকল সভা আহবান করিবেন। আয়-ব্যয়ের সমস্ত হিসাব রাখিবেন এবং অর্থ সম্পাদকের সহিত যৌথ স্বাক্ষরে তহবিল পরিচালনা করিবেন। ফেডারেশন এর কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে অনধিক ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা পর্যন্ত তাহার হাতে রাখিতে পারিবেন। সকল প্রকার খরচের মঞ্জুরীর জন্য অনুর্ধ ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা খরচ করিবেন। তবে কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন লইতে হইবে। তিনি কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে ফেডারেশন এর কর্মচারী নিয়োগ, বরখাস্ত, ছুটি, সাময়িক বরখাস্ত বা জরিমানা করতে পারিবে। তিনি সকল ব্যাপারে ফেডারেশন এর প্রতিনিধিত্ব করতে পারিবেন।

ঙ) **যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক:** সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করিবেন এবং অন্যান্য সময় সাধারণ সম্পাদককে সহযোগিতা করিবেন।

চ) **সাংগঠনিক সম্পাদক:** তিনি নিয়ম বিধি ফেডারেশন এর যাবতীয় সাংগঠনিক কার্যাদি সম্পাদন করিবেন। তিনি তাহার কাজের জন্য সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের কাছে দায়ী থাকিবেন।

ছ) **সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক:** তিনি সাংগঠনিক সম্পাদকের যাবতীয় কাজে সহযোগিতা করবেন ও সাংগঠনিক সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন।

জ) **কোষাধ্যক্ষ:** তিনি ফেডারেশন এর যাবতীয় হিসাব সংরক্ষণ করিবেন। তিনি সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের যে কোন একজনের সহিত যৌথ স্বাক্ষরের ব্যাংকের হিসাব পরিচালনা করিবেন। তিনি সভাপতি ও সাধারণ

পরীক্ষিত

মাসুদা সুলতানা
সহকারী পরিচালক
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

মোঃ আবু হাসানাত
উপ পরিচালক
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম অধিদপ্তর প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

মোঃ গিয়াস উদ্দিন
পরিচালক
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর আওতায়
অদ্য...১৪/০২/২০..তারিখে নিবন্ধন করা হল।

মহাপরিচালক
শ্রম অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ আবুল হোসেন
সভাপতি
বাংলাদেশ নির্মান শ্রমিক ফেডারেশন

মোঃ খলিলুর রহমান খলিল
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ নির্মান শ্রমিক ফেডারেশন



CamScanner

সম্পাদকের অনুমোদন ব্যতীত-কোন বিল পরিশোধ করতে পারিবেন না। তাহার কাছে দৈনন্দিন খরচের জন্য এককালীন ৩,০০০/-(তিন হাজার) টাকার বেশী রাখিতে পারিবে না।

ঝ) **দপ্তর সম্পাদক:** তিনি নিয়ম বিধি অনুযায়ী ফেডারেশন এর যাবতীয় দাপ্তরিক কার্যাদি সম্পন্ন করিবেন এবং তিনি তাহার কাজের জন্য ফেডারেশনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নিকট দায়ী থাকিবেন।

ঞ) **ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক:** এ সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকের বিনোদনের জন্য বাৎসরিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহন করা। সর্বোপরি শ্রমিকদের বিনোদনের লক্ষে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সাথে পরামর্শক্রমে কর্মসূচী গ্রহণ করা।

ট) **প্রচার সম্পাদক:** তিনি ফেডারেশন এর পোষ্টার লিফলেট স্বরনিকা সহ যাবতীয় প্রকাশনা বের করার ব্যবস্থা করিবেন।

ঠ) **আন্তর্জাতিক সম্পাদক:** তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ট্রেড ইউনিয়ন, ফেডারেশন এবং কনফেডারেশন এর নেতৃবৃন্দ যারা শ্রমিক অধিকার নিয়ে কাজ করে এমন সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন করিবেন।

ড) **কার্যকরী সদস্যগণ:** নির্বাহী সদস্যগণ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নির্দেশ মোতাবেক এবং কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় সিদ্ধান্তনুযায়ী অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবেন। সভাপতি, কার্যকরী সভাপতি, সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে কার্যকরী সদস্যগণের মধ্যে ক্রমানুসারে জৈষ্ঠ্য সদস্য সভার সভাপতিত্ব করিবেন।

**অনুচ্ছেদ-১১ : তহবিল গঠন ও পরিচালনা ঃ**

ফেডারেশন এর তহবিল সদস্যদের ভর্তি ফি, মাসিক চাঁদা হইতে সংগৃহীত হইবে এবং দেশী/বিদেশী যে কোন ব্যক্তি বা সংস্থা থেকে অনুদান দ্বারা তহবিল গঠিত হইবে। কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন তফসিলী ব্যাংক ফেডারেশনের নামে একটি তহবিল সংরক্ষণ করতে পারিবেন। সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদক এর যে কোন একজনের সহিত অর্থ সম্পাদক যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করিবেন। সদস্যদের ভর্তি ফি ও চাঁদা নিম্নরূপঃ

ক) **সদস্য :** ফেডারেশন এর অর্ন্তভুক্ত ইউনিয়ন সদস্য এককালীন ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা অর্ন্তভুক্তি ফি দিয়ে সংগঠনের সদস্যভুক্ত হইবেন এবং ইউনিয়ন হতে প্রাপ্ত চাঁদা হতে ২০% ফেডারেশন-কে প্রদান করিবেন। এছাড়া ফেডারেশন এর বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনে বা কার্যক্রম পরিচালনায় দেশী/বিদেশী কোন ব্যক্তি/সংস্থা/সংগঠন অনুদান প্রদান করেন তবে তা শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার্থে গ্রহণ করা যাইবে। তবে তাহা সাধারণ তহবিল হিসাবে বার্ষিক আয়-ব্যয় হিসাব দেখাতে হবে।

**অনুচ্ছেদ- ১২: সাধারণ তহবিলের ব্যবহার ঃ**

ফেডারেশন এর তহবিল এই গঠনতন্ত্রের ৩নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত সকল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ব্যয় করা হইবে।

**অনুচ্ছেদ-১৩: হিসাব সংরক্ষণ ও তদন্ত:**

বাংলাদেশ বিধিমালা, ২০১৫ এর ফরম-৫৮ (খ) ও ৫৮ (ঘ) সকল আয় ও ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করিতে হইবে। এই হিসাবের নথি ফেডারেশন এর হেড অফিসে রাখা হইবে। ফেডারেশন যে কোন কর্মকর্তা বা সদস্য এবং মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর বা তাঁহার নিয়োজিত কর্মকর্তা অফিস চলাকালীন সময়ে ঐ বহি তলব বা পরিদর্শন করতে পারিবেন। গঠনতন্ত্রের উল্লেখিত উৎস হইতে প্রাপ্ত বা গৃহীত তহবিল হিসাব বহিতে দেখাইতে হইবে।

পরীক্ষিত

মাসুদা সুলতানা
সহকারী পরিচালক
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

মোঃ আবু হাসানাত
উপ পরিচালক
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

মোঃ গিয়াস উদ্দিন
পরিচালক
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর আওতায়
অদ্য...১৪/১/২০...তারিখে নিবন্ধন করা হল।

মহাপরিচালক
শ্রম অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ আবুল হোসেন
সভাপতি
বাংলাদেশ নির্মান শ্রমিক ফেডারেশন

মোঃ খলিলুর রহমান খলিল
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ নির্মান শ্রমিক ফেডারেশন

**অনুচ্ছেদ-১৪ : বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষা:**

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর ফরম ৬১-(খ) ও৬১-(ঘ) অনুযায়ী বার্ষিক হিসাব প্রস্তুত করিয়া ফেডারেশন এর কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নিয়োজিত অডিটর দ্বারা বছরে একবার আয় ও ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা করাইতে হইবে। কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় উক্ত হিসাব অনুমোদন করাইয়া পরবর্তী বৎসরের ৩০ শে এপ্রিলে মধ্যে মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তরে বরাবর দাখিল করতে হইবে।

**অনুচ্ছেদ- ১৫ : সভা সম্পর্কে:**

ক) বার্ষিক কাউন্সিল সভা কমপক্ষে বৎসরের একবার হইতে হইবে। সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক কার্যবিবরণী, ভবিষ্যৎ কর্মসূচী ও আয় ব্যয়ের হিসাব এই কাউন্সিলে বিবেচনা জন্য পেশ করা হইবে।

খ) বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজবোধে বিশেষ কাউন্সিল সভা ডাকা যাইতে পারে।

গ) কার্যনির্বাহী কমিটির সভা প্রতি ৩ মাসের মধ্যে কমপক্ষে একবার হইতে পারে।

ঘ) তলবী সভা (রিকুইজিশন মিটিং) যদি সাধারণ সম্পাদক অথবা সভাপতি ঠিক সময়ে কার্যনির্বাহী কমিটির সভা, সাধারণ সভা ও বিশেষ সাধারণ সভা আহবান না করেন এবং যদি মনে করা হয় যে, ইচ্ছাকৃতভাবে সভা আহবান করা হইতেছে না তাহা হইলে কার্যনির্বাহী কমিটির অথবা চাঁদা প্রদানকারী মোট সদস্যের ৬৬% ভাগ সদস্য লিখিতভাবে বিশেষ প্রস্তাব আলোচনার জন্য সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদককে সভা আহবান করার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন। অনুরূপ অনুরোধের পর ৭ (সাত) দিনের মধ্যে যদি তাহারা কোন সভা আহবান না করেন তাহা হইলে দরখাস্তকারীদের মধ্যে হইতে যেকোন একজন সভার ৭ (সাত) দিনের নোটিশ প্রদান করিয়া কোন নির্দিষ্ট স্থানে ও কালে তাহারা নিজেরাই সভায় বসিতে পারিবেন এবং সভায় ফেডারেশন এর কাউন্সিলদের মোট সদস্যের কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশের গৃহীত সিদ্ধান্তবলী ফেডারেশন এর সকল সদস্য এবং কার্যনির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাদের মানিয়া লইতে হইবে। তবে কার্যনির্বাহী কমিটি বিলুপ্ত, বরখাস্তে বা সংবিধান পরিপন্থী কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার এখতিয়ার এই সভার থাকিবে না এবং গ্রহণ করিলে ও উহা আইনত:কার্যকরী হইবে না। অনাস্থা সংক্রান্ত কার্যক্রম অনাস্থা বিষয়ক সংবিধানের ২২নং ধারা অনুসরণ করতে হইবে।

**অনুচ্ছেদ- ১৬ সভার নোটিশ :**

ক) সভাপতির সহিত পরামর্শক্রমে সভার দিন, তারিখ, স্থান, সময় ও আলোচ্য বিষয় ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া সাধারণ সম্পাদককে সভা আহবান এবং নোটিশ জারী করিবেন। বার্ষিক কাউন্সিল সভার জন্য কমপক্ষে ১০ (দশ) দিন, বিশেষ কাউন্সিল সভার জন্য কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) দিন এবং কার্যনির্বাহী কমিটির সভার জন্য ০৩ (তিন) দিন পূর্বে নোটিশ দিতে হইবে। সাধারণ ও বিশেষ কাউন্সিল সভায় উক্ত সভার নোটিশ জারীর সঙ্গে সঙ্গে মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর ও স্থানীয় প্রশাসন সহ সকল সদস্যদের মধ্যে যথাযথ প্রচার ও তৎসংক্রান্ত প্রমানাদি সংরক্ষণ করতে হইবে।

খ) যদি কোন কারনে সাধারণ সম্পাদক গঠনতন্ত্রের বিধান মোতাবেক কোন কাউন্সিল আহবান করতে ব্যর্থ হন তবে সভাপতি নিজেই কাউন্সিল আহবান করতে পারিবেন।

**অনুচ্ছেদ- ১৭ : সভার কোরাম:**

বার্ষিক কাউন্সিল সভায়, বিশেষ কাউন্সিল সভায় এবং কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় ৬৬% সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম বলিয়া বিবেচিত হইবে।

পরীক্ষিত

মাসুদা সুলতানা
সহকারী পরিচালক
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

মোঃ আবু হাসানাত
উপ পরিচালক
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম অধিদপ্তর প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

মোঃ গিয়াস উদ্দিন
পরিচালক
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর আওতায় অদ্য..১৪/১২/২০..তারিখে নিবন্ধন করা হল।

মহাপরিচালক
শ্রম অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ খলিলুর রহমান খলিল
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ নির্মান শ্রমিক ফেডারেশন

মোঃ আবুল হোসেন
সভাপতি
বাংলাদেশ নির্মান শ্রমিক ফেডারেশন



CamScanner

**অনুচ্ছেদ- ১৮ঃ নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা ও সদস্যদের অপসারণ সম্পর্কে:**

অত্র ফেডারেশন এর স্বার্থ বিরোধী ও কোন কাজের জন্য (নৈতিক স্খলন, উশৃংখল আচরণ ও শৃংখলা ভঙ্গের চেষ্টা) অন্য যে কোন অসদাচরণ বা অব্যাহতভাবে ০৬ মাস চাঁদা প্রদান না করলে, নোটিশ প্রাপ্তির পর ৩টি সভায় অনুপস্থিত থাকিলে উক্ত সদস্যের বিরুদ্ধে কার্যনির্বাহী কমিটির ৬৬% সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যনির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাসহ যে কোনসদস্যকে অপসারণ বা তাহার বিরুদ্ধে অন্য কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে। তবে অপসারণ করার পূর্বে সেই কর্মকর্তাকে অবশ্যই কৃত কর্মের জন্য ৭ দিনের সময় দিয়া কৈফিয়ত তলব করতে হইবে এবং তাহার বা তাহাকে মতামত ব্যক্ত বা ব্যাখ্যা করার সুযোগ দিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তাহার বিরুদ্ধে গৃহীত অপসারণ বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থার আদেশের বিরুদ্ধে পরবর্তী সাধারণ সভা অথবা বিশেষ সাধারণ সভায় আপীল করতে পারিবেন।

**অনুচ্ছেদ- ১৯ঃ কার্যনির্বাহী কমিটির শূন্যপদ পূরণঃ**

পদত্যাগ, মৃত্যু, বহিস্কার, অপসারণ বা অন্য যে কোন কারণে কার্যনির্বাহী কমিটির কোন পদ শূন্য হইলে অবশিষ্ট কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির ৬৬% সদস্যের সমর্থনে কো-অপশনের মাধ্যমে শূন্য পদে পূরণ করা যাইবে তবে তাহা পরবর্তী সাধারণ সভায়/বিশেষ সাধারণ সভায় অনুমোদন করাতে হইবে। ১৫ দিনের মধ্যে বিষয়টি শ্রম অধিদপ্তরকে অবশ্যই অবহিত করিতে হইবে। কো-অপশনের সংখ্যা কোন ক্রমেই ৩৩% বেশী হইবে না। কার্যনির্বাহী কমিটির ৫১% সদস্য এক সঙ্গে পদত্যাগ করিলে উক্ত কার্যনির্বাহী কমিটির কার্যকারিতা বাতিল হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে কাউন্সিলরের ৬৬% উপস্থিতিতে তাহাদের মধ্যে হইতে যে কোন একজনকে সভাপতি মনোনিত করিয়া সভা অনুষ্ঠিত হইবে। এই সভায় ৬৬% সদস্যের মতামতের প্রেক্ষিতে ০৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি এডহক কমিটি গঠন করা যাইবে। যাহার প্রধান হইবেন আহবায়ক এবং অন্য ৪ জন সদস্য হিসাবে থাকিবেন। এই সভায় তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন করিয়া ফেডারেশনের গঠনতন্ত্রের ২১নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচন সম্পন্ন করতে বাধ্য থাকিবেন। তবে উক্ত এডহক কমিটির কার্যকাল কোন ক্রমে ৬০ (ষাট) দিনের অধিক হইবে না।

পদত্যাগকৃত, সদস্যগণ আইনতঃ তাহার দায়িত্ব ক্ষমতা প্রাপ্ত কমিটির নিকট হস্তান্তর করতে বাধ্য থাকিবেন। বর্নিত বিষয়ের উপর নোটিশ জারীর সঙ্গে সঙ্গে উহা মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর ও স্থানীয় প্রশাসনকে উহার অনুলিপি প্রদান করতে হইবে এবং সাধারণ সদস্যগণের মধ্যে উহার বহুল প্রচার নিশ্চিতকরণ ও তৎসংক্রান্ত প্রমান সংরক্ষণ করতে হইবে।

**অনুচ্ছেদ- ২০ : কার্যনির্বাহী কমিটির ক্ষমতাঃ**

ফেডারেশন এর লক্ষ্য ও আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য কার্য্য নির্বাহী কমিটি সকল আইনানুগ কর্মপন্থা গ্রহণ করতে পারবেন। তাহা ছাড়া বিশেষ কাজের জন্য সাব কমিটি গঠন করতে পারবে এবং বিশেষ কাজ শেষে উক্ত কমিটি বিলুপ্ত হইবে। তবে পরবর্তী কাউন্সিল সভা অথবা বিশেষ কাউন্সিল সভা অনুমোদন করাতে হইবে। ফেডারেশনের মানমর্যাদা ক্ষুন্ন হইতে পারে অথবা গঠনতন্ত্রের পরিপন্থী কোন কাজ করার ক্ষমতা এই কমিটির থাকিবে না। ফেডারেশন পরিচালনার ক্ষেত্রে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে কোন বিরোধ সৃষ্টি হলে তাহা কার্যনির্বাহী কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সিদ্ধান্ত মোতাবেক মীমাংসা করতে হইবে এবং উভয়কেই উহা মানিয়া লইতে হইবে।

পরীক্ষিত

শামসুন্নাহার সুলতানা
সহকারী পরিচালক
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

মোঃ আবু হাসানাত
উপ পরিচালক
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম অধিদপ্তর প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

মোঃ গিয়াস উদ্দিন
পরিচালক
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর আওতায়
অদ্য...১৪/৫/২২...তারিখে নিবন্ধন করা হল।

মহাপরিচালক
শ্রম অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ আবুল হোসেন
সভাপতি
বাংলাদেশ নির্মান শ্রমিক ফেডারেশন

মোঃ খলিলুর রহমান খলিল
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ নির্মান শ্রমিক ফেডারেশন



CamScanner

অনুচ্ছেদ- ২১ ঃ কার্যনির্বাহীর কমিটির নির্বাচন:

ক) গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ফেডারেশন এর সকল কাউন্সিলরবৃন্দ এর ভোটে কার্যনির্বাহী কমিটির সকল কর্মকর্তা ও সদস্য নির্বাচিত হইবে। নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ কাল হইবে ০৩ (তিন) বৎসর। কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার কমপক্ষে ৩০(ত্রিশ) দিন পূর্বে বার্ষিক সাধারণ সভা/বিশেষ সাধারণ সভায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন না এমন সদস্য/গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন উপ-পরিষদ গঠন করিতে হইবে। নির্বাচন উপ-পরিষদ গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের যাবতীয় নিয়ম-কানুন ও সূচী তৈরী করিবে এবং নির্বাচন পরিচালনা করিবে। নির্বাচনের ব্যাপারে কোন গোলযোগ দেখা দিলে নির্বাচন উপ-পরিষদের মতামতই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। নির্বাচন অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ৭(সাত) দিন পূর্বে উহার, দিন তারিখ সময় ও স্থান সর্ম্পকে অত্র এলাকার রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন জানাইতে হইবে।

(খ) বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ৩১৭(৪)(ঘ) ধারা মোতাবেক মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর এর তত্ত্বাবধানে নির্বাচনী সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

গ) কেহই একাধিক পদের জন্য প্রতিদ্বন্দিতা করতে পারিবে না।

ঘ) বর্তমান কার্যনির্বাহি কমিটি নির্বচন পরিচালনা কমিটিকে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সাহায্য ও সহযোগীতা প্রদান করতে বাধ্য থাকিবে।

ঙ) নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে নির্বাচনী ফলাফল ঘোষনা করতে হইবে এবং নির্বাচন পরিচালনা কমিটি কর্তৃক তিন (৩) কার্যদিবসের মধ্যে ফলাফলের কপি মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর এর নিকট দাখিল করতে হইবে।

চ) উক্ত বিষয়ে মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর এর আইন ও বিধিসম্মত দিক নির্দেশনা মানিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ-২২: অনাস্থা প্রস্তাব:

ক) অত্র ফেডারেশনের মোট সদস্যের ৬৬% সদস্য লিখিতভাবে নির্দিষ্ট অভিযোগ আনয়ন করিয়া গঠনতন্ত্র এবং ফেডারেশন এর স্বার্থের পরিপন্থি যে কোন কাজের জন্য সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদক অথবা কার্যনির্বাহি কমিটির যেকোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে লিখিত ভাবে অনাস্থা জ্ঞাপন করতে পারিবে।

খ) সভাপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ ও অনাস্থা প্রস্তাবটি সাধারণ সম্পাদকের নিকট দাখিল করতে হইবে। এইরূপ প্রস্তাব পাওয়ার তিন দিনের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক সভাপতিকে অভিযোগ সম্পর্কে তার মতামত লিখিতভাবে জানাইবার জন্য অনুরোধ করিবেন।

গ) সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ও অনাস্থা প্রস্তাব সভাপতির নিকট দাখিল করতে হইবে। এইরূপ প্রস্তাব পাওয়ার ৩ দিনের মধ্যে সভাপতি সাধারণ সম্পাদককে অভিযোগ সম্পর্কে তার মতামত লিখিতভাবে জানাইবার জন্য অনুরোধ করিবেন।

ঘ) অন্য যেকোন কর্মকর্তা বা সদস্যের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বা অনাস্থা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নিকটে দাখিল করতে হইবে। এইরূপ প্রস্তাব পাওয়ার তিন দিনের মধ্যে সভাপতি অনাস্থা প্রাপ্ত কর্মকর্তা বা সদস্যকে অভিযোগ সম্পর্কে তার মতামত লিখিতভাবে জানাইবার জন্য অনুরোধ করিবেন।

ঙ) উপরোক্ত (খ), (গ), (ঘ) প্রস্তাবের বিষয়ে কার্যকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদক অনাস্থা প্রস্তাব প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে ফেডারেশনের বিশেষ কাউন্সিল সভা আহবান করতে বাধ্য

পরীক্ষিত
মাসুদা সুলতানা
সহকারী পরিচালক
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

মোঃ আবু হাসানাত
উপ পরিচালক
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম অধিদপ্তর প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

মোঃ গিয়াস উদ্দিন
পরিচালক
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর আওতায় অদ্য...২৪/১১/২০...তারিখে নিবন্ধন করা হল।

মহাপরিচালক
শ্রম অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ আবুল হোসেন
সভাপতি
বাংলাদেশ নির্মাণ শ্রমিক ফেডারেশন



মোঃ খলিলুর রহমান খলিল
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ নির্মাণ শ্রমিক ফেডারেশন

CamScanner

থাকিবেন। এই সভায় ফেডারেশন এর মোট কাউন্সিলরের কমপক্ষে দুই তৃতীয়াংশ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তই চুড়ান্তভাবে কার্যকর করিলেও উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হইবে। অনাস্থা প্রস্তাবে উক্ত পদটি শূন্য হইবে। শূন্য পদটি পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত সময়ের জন্য কো-অপট করে পুরণ করা যাইবে।

চ) কার্যনির্বাহী কমিটির বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাবটি সভাপতির নিকট দাখিল করতে হইবে। এরূপ অনাস্থা প্রস্তাব প্রাপ্তির ৭ দিনের মধে সভাপতি ফেডারেশন এর বিশেষ কাউন্সিল সভা আহবান করিবেন এবং কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য বিষয়টি এই সভায় পেশ করিবেন। ফেডারেশনের মোট কাউন্সিলরের কমপক্ষে দুই তৃতীয়াংশ সদস্য এই সভায় যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন তাহা চুড়ান্তভাবে কার্যকর হইবে।

ছ) যদি সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদক উপরোক্ত সভা আহবান না করেন তবে অনাস্থা প্রস্তাব দাখিল করার ১০ (দশ) দিনের মধ্যে দরখাস্তকারীগণ নিজেরাই সভার দিন, তারিখ, সময়, স্থান ও আলোচ্য বিষয় উল্লেখ করে বিশেষ সাধারণ সভা আহবান করিবেন এবং তাদের নিজেদের মধ্যে হইতে সভার সভাপতি নির্বাচন করিয়া এই সভার কার্য পরিচালনা করিবেন। এই সভাতেই ফেডারেশন এর মোট সদস্যের কমপক্ষে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে।

জ) যদি কার্যনির্বাহী কমিটির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হয় তবে ঐ সভাতেই ফেডারেশন এর কার্যাদি পরিচালনার জন্য অনধিক ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি এডহক কমিটি গঠন করতে হইবে যাহারা প্রধান হইবেন আহবায়ক এবং অন্য ৪জন হইবেন সদস্য। এই এডহক কমিটির মেয়াদ কোনক্রমে ৬০(ষাট) দিনের বেশি হইবে না। এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত সভাতেই ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিটি গঠন করতে হইবে এবং তাহাদের দায়িত্ব হইবে গঠনতন্ত্রের ২১ ধারা মোতাবেক গোপনে ব্যালটের মাধ্যমে অনুর্ধ ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করা।

ঝ) অনাস্থা জ্ঞাপন, কমিটি গঠন, নির্বাচন ও ফলাফল সম্পর্কে ১৫ দিনের মধ্যে মহা পরিচালককে লিখিতভাবে জানাইতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট কাগজ পত্রাদি তাঁর নিকট দাখিল করতে হইবে।

**অনুচ্ছেদ- ২৩: *গঠনতন্ত্রের সংশোধন:***

দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল সভা কিংবা এই উদ্দেশ্যে আহুত বিশেষ কাউন্সিল সভায় মোট কাউন্সিলরের কমপক্ষে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে গঠনতন্ত্রের যে কোন ধারা শ্রম আইন, ২০০৬ এবং শ্রম বিধিমালা,২০১৫ এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন, সংরক্ষণ বা বাতিল করা যাইবে। সংশোধিত গঠনতন্ত্রের তিনটি কপি, সভার সিদ্ধান্তসহ মহা পরিচালকের নিকট অনুমোদনের জন্য পাঠাইতে হইবে এবং তাঁহার অনুমোদন প্রাপ্তির পর উহা কার্যকরী হইবে।

**অনুচ্ছেদ- ২৪: নাম পরিবর্তন:**

ফেডারেশন এর নাম পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যে আহুত বিশেষ সাধারণ সভায় মোট কাউন্সিলরের কমপক্ষে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে ফেডারেশন এর নাম পরিবর্তন করা যাইবে এবং পরবর্তীতে সংশোধিত নাম অনুযায়ী গঠনতন্ত্র এবং সনদপত্র সংশোধন অনুমোদনের জন্য পরিবর্তিত গঠনতন্ত্র ও সনদপত্র মহা পরিচালকের নিকট অবশ্যই দাখিল করতে হইবে এবং উহা অনুমোদন না হওয়া পর্যন্ত কার্যকরী হইবে না।

**অনুচ্ছেদ- ২৫: এফিলিয়েশন সংক্রান্ত**

(ক) নির্মান শ্রমিকদের নিবন্ধিত কোন ইউনিয়ন তাহাদের গঠনতন্ত্র, বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং বিধি বিধান মানিয়া অত্র ফেডারেশনের এফিলিয়েশনের জন্য সভাপতি/ সাধারন সম্পাদের নিকট আবেদন করিলে

পরীক্ষিত
মাসুদা সুলতানা
সহকারী পরিচালক
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

মোঃ আবু হাসানাত
উপ পরিচালক
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম অধিদপ্তর প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

মোঃ গিয়াস উদ্দিন
পরিচালক
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর আওতায়
অদ্য..২৪/১০/১৭.তারিখে নিবন্ধন করা হল।

মহাপরিচালক
শ্রম অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ আবুল হোসেন
সভাপতি
বাংলাদেশ নির্মান শ্রমিক ফেডারেশন

মোঃ খলিলুর রহমান খলিল
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ নির্মান শ্রমিক ফেডারেশন



CamScanner

এফিলিয়েশন দেয়া যাইবে তবে উহা কার্যনিবাহী কমিটিতে সংখ্যা গরিষ্টের মতামতের ভিত্তিতে অনুমোদিত হতে হবে ।

(খ) অত্র ফেডারেশন বাংলাদেশ শ্রম আইন এর বিধি বিধান প্রতিপালন করিয়া কোন জাতীয় ফেডারেশন গঠন বা ইতিমধ্যে গঠিত রেজিষ্ট্রার্ড ফেডারেশনে অর্ন্তভুক্ত হইতে পারিবে। এই ক্ষেত্রে দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল সভা বা বিশেষ কাউন্সিল সভায় ৬৬% কাউন্সিলরের মতামত থাকিতে হইবে ।

**অনুচ্ছেদ- ২৬: ধর্মঘট:**

অর্ন্তভুক্ত কোন ইউনিয়নের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে সেই বিষয়ে আপোষ রফা পাইবার সর্ব প্রকার আইনানুগ পথ ও প্রচেষ্টা ব্যর্থ না হওয়া পর্যন্ত ফেডারেশন কোন প্রকার ধর্মঘট আহবান করতে পারিবে না। ধর্মঘট আহবানের পূর্বে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সদস্যদের মতামত যাচাই করিয়া নিতে হইবে এবং শতকরা ৬৬ভাগ সদস্য ধর্মঘটের পক্ষে রায় প্রদান না দিলে কোনরূপ ধর্মঘট আহবান করা যাইবে না। কার্যনির্বাহী কমিটি ধর্মঘটের উপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করার ৩ দিন পূর্বে মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর-কে স্থান, সময় ও বিষয় লিখিতভাবে অবহিত করিবেন। ধর্মঘটের উপর সরকার কর্তৃক কোনরূপ বিধি নিষেধ থাকিলে এই ধারা কার্যকারী হইবে না। "বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ী কেবল ধর্মঘটের আয়োজন করা যাবে।

**অনুচ্ছেদ- ২৭: বিলুপ্তি:**

ফেডারেশন এর বিশেষ কাউন্সিল সভায় মোট কাউন্সিলরের ৭৫% ভাগ সদস্যের সমর্থনে ফেডারেশন এর বিলুপ্তি ঘটানো যাইবে। ফেডারেশন যাবতীয় হিসাব-নিকাশ, সম্পদ ও সম্পত্তি কিভাবে বিলি বন্টন করা হইবে তাহার পূর্ণ বিবরনী এই সভায় সিদ্ধান্তে উল্লেখ থাকিতে হইবে। এই বিলুপ্তির ক্ষেত্রে গৃহীত সিদ্ধান্তবলীর এক কপি, মূল গঠনতন্ত্র ও সনদপত্র মহাপরিচালকের নিকট কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে অবশ্যই দাখিল করতে হইবে।

পরীক্ষিত

মাসুদা সুলতানা
সহকারী পরিচালক
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

মোঃ আবু হাসানাত
উপ পরিচালক
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম অধিদপ্তর প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

মোঃ গিয়াস উদ্দিন
পরিচালক
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর আওতায়
অদ্য ১৪/১১/১৯ তারিখে নিবন্ধন করা হল।

মহাপরিচালক
শ্রম অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ আবুল হোসেন
সভাপতি
বাংলাদেশ নির্মান শ্রমিক ফেডারেশন

মোঃ খলিলুর রহমান খলিল
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ নির্মান শ্রমিক ফেডারেশন



CamScanner